"মিষ্টি বাচ্চারা - বুদ্ধিকে রিফাইন বানাতে হলে এক বাবার স্মরণে থাকো, স্মরণের দ্বারাই আত্মা স্বচ্ছ হতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - বর্তমান সময়ে মানুষ নিজের টাইম এবং মানি (টাকা) ওয়েস্ট কিভাবে করছে?

*উত্তরঃ - যখন কেউ শরীর ত্যাগ করে তো তার পিছনে কতো টাকা-পয়সা ইত্যাদি ব্যয় করতে থাকে। যখন কেউ শরীর ত্যাগ করে চলে যায় তখন তার আর কোনও ভ্যালু থাকে না, সেইজন্য তার পিছনে যা কিছু করে তাতে নিজের টাইম আর মানি ওয়েস্ট করে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, ইনিও এইরকমই বলেন তাই না। বাবাও বলতে পারেন, দাদা বলতে পারেন। দাদাও বলেন বাচ্চারা, আত্মিক বাবা তোমাদেরকে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। বাস্তবে সত্যযুগ থেকে শুরু করে ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত কি হয়েছে, এটাই হলো মুখ্য বিষয়। এছাড়া দ্বাপর-কলিযুগে কে কে এসেছে, কি হয়েছে, তাদের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তো অনেক আছে। সত্যযুগ-ত্রেতার কোনও হিস্ট্রি জিওগ্রাফি নেই, এছাড়া বাকি সবকিছুরই হিস্ট্রি জিওগ্রাফি আছে, দেবী-দেবতাদেরকে লক্ষ বছর আগে নিয়ে গেছে। এ হলো অসীম জাগতিক অজ্ঞানতা। তোমরাও অসীম জগতের অজ্ঞানী ছিলে। এখন একটু একটু বুঝতে পারছো। কেউ কেউ তো এখনও কিছু বুঝতে পারে না। অনেক কিছু বোঝার আছে। বাবা আবুর মহিমার উপরে বুঝিয়েছেন, এই বিষয়ে চিন্তন করতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আনতে হবে যে তোমরা এখানে বসে আছো। তোমাদের স্মরণিক দিলওয়ারা মন্দির কবে তৈরী হয়েছে, কত বছর পর তৈরী হয়েছে। বলা হয় ১২৫০ বছর হয়েছে তাহলে আর কত বছর বাকি আছে? ৩৭৫০ বছর আছে? তো তারাও এখনকার স্মরণিক আর বৈকুন্ঠের স্মরণিক তৈরী করেছে। মন্দির গুলির মধ্যেও কম্পিটিশন হয় তাই না। একে-অপরের থেকে ভালো বানাবে। এখন তো অর্থ কোথায় যে বানাবে? অর্থ তো অনেক ছিল, তাই সোমনাথের মন্দির কত বড় বানিয়েছিল। এখন তো আর সেইরকম তৈরী করতে পারবে না। যদিও আগ্রা ইত্যাদি জায়গায় তৈরী করেছে কিন্তু সেসব হল ফালতু। সাধারণ মানুষ তো অজ্ঞানতার অন্ধকারে রয়েছে তাই না। যতক্ষণে তৈরী করবে, ততক্ষণে বিনাশও এসে যাবে। এই কথা কেউ জানে না। ভাঙে আর গড়ে। পয়সা ফ্রীতে এসে যায়। সব ওয়েস্ট হতে থাকে। ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ মানি, ওয়েস্ট অফ এনার্জি। কেউ মারা গেলে তো কত সময় নষ্ট করে। আমরা কিছুই করি না। আত্মা তো চলে গেছে, বাকি এই খোলসের কি কাজ? সাপ তার খোলস ত্যাগ করে, সেই খোলসের কোনও ভ্যালু আছে কী? কিছুই নেই। ভক্তি মার্গে খোলসের ভ্যালু আছে। জড় চিত্রের কত পূজা করে থাকে । কিন্তু এনারা কবে এসেছেন, কিভাবে এসেছেন, কিছুই জানে না। এসবকে বলা হয় ভূত পূজা। পাঁচ তত্ত্বের পূজা করে। তোমরা এটা বোঝো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গে রাজত্ব করতেন, আচ্ছা ১৫০ বছর আয়ু সম্পূর্ণ হলো, শরীর ত্যাগ করলো, ব্যস্। শরীর তো কোনও কাজের থাকে না। সেখানে মৃত শরীরের কী ভ্যালু থাকবে? আত্মা চলে গেছে, শরীর চন্ডালদের হাতে দিয়ে দেয়, যা রীতিনীতি সেই অনুসারে দাহ করে। এমন নয় যে তার মাটি নিয়ে উড়িয়ে দেবে নাম প্রখ্যাত করার জন্য। সে সব কিছুই তারা করে না। এখানে তো কতকিছু করে। ব্রাহ্মণ খাওয়ায়, আরও কতো কি করে। শরীর তো কোনও কাজের নয়। শরীরকে দাহ করে । তবে চিত্র রেখে দেয়। সেক্ষেত্রেও অ্যাকুরেট চিত্র পাওয়া যায় না। এই আদি দেবের পাথরের মূর্তি থোড়াই অ্যাকুরেট! যখন থেকে পূজা শুরু করেছিল, তখনকার পাথর। আসল যেটা ছিল সেটা তো জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, পরবর্তীকালে ভক্তিমার্গে এইসব মূর্তি তৈরী করেছে। এইসব বিষয়ে চিন্তন তো চলে তাই না। আবুর মহিমাকে ভালোভাবে প্রসিদ্ধ করতে হবে। তোমরাও এখানে বসে আছো। এখানেই বাবা সমগ্র বিশ্বকে নরক থেকে স্বর্গ বানাচ্ছেন, তাই এটাই হলো সবথেকে উঁচুর থেকেও উঁচু তীর্থ। এখন এতটা ভাবনা নেই, কেবল এক শিবের প্রতিই ভাবনা আছে, যেখানেই যাও শিবের মন্দির অবশ্যই পাবে। অমরনাথেও শিবেরই মূর্তি আছে। বলে থাকে শংকর পার্বতীকে অমর কথা শুনিয়েছিল। সেখানে তো কোনও অমরকথা শোনানোর কথাই নেই। সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, আগে জানতে কী?

এখন বাবা আবুর কত মহিমা করছেন। এটা হলো সকল তীর্থের মধ্যে মহান তীর্থ। বাবা তো অনেক বোঝান, কিন্তু যখন অনন্য বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসবে, এখন তো দেহ-অভিমান অনেক । জ্ঞান তো অনেক চাই। রিফাইননেস অনেক আনতে হবে। এখন তো খুব কম জনই আছে যার যোগ লাগে। যোগের সাথে নলেজও চাই। এমন নয় যে কেবল যোগে থাকতে হবে। যোগে নলেজ অবশ্যই চাই। দিল্লীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন নাম রেখেছে কিন্তু এর অর্থ কি, সেটা থোড়াই জানে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান তো সেকেন্ডের বিষয়। শান্তিধাম, সুখধাম। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এতটুকুও বুদ্ধি নেই। অর্থ থোড়াই বুঝতে পারে। চিন্ময়ানন্দ প্রমুখ কতো বড় বড় সন্ন্যাসী আছে, গীতা শোনায়, তাদের কতো কতো ফলোয়ার্স। সবথেকে বড় 'জগৎ গুরু' হলেন একমাত্র বাবা-ই। বাবা আর টিচারের থেকেও বড় হয়ে থাকে গুরু। স্ত্রী যেমন কখনও দ্বিতীয় পতি (দ্বিতীয় বিবাহ) করে না তেমনি দ্বিতীয় গুরুও করা উচিত নয়। এক গুরু করেছে তো সেই গুরুই তার সদ্গতি করবেন, তাহলে আর অন্য গুরু কেন? সদ্গুরু তো হলেন-ই এক অসীম জগতের বাবা। তিনি সকলের সদ্গতি করেন। কিন্তু অনেকেই আছে যারা এই কথাগুলিকে একেবারেই বুঝতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে এখন এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তো নম্বরের ক্রমানুসারে হবে তাই না। কেউ তো বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে না। ড্রামাতে পার্ট এরকমই রয়েছে। টিচার তো সব বুঝতে পারেন। যে শরীরের দ্বারা বোঝান, তিনিও তো বুঝতে পারেন। এটা তো গুড় জানে আর গুড়ের বস্তা জানে। গুড় শিববাবাকে বলা হয়, তিনি সকলের স্থিতিকে জানেন। প্রত্যেকের পড়ার ধরণ দেখে বুঝতে পারেন যে - কে কিভাবে পড়ছে, কতখানি সার্ভিস করছে। বাবার সার্ভিস করে নিজের জীবন কতটা সফল করছে। এমন নয় যে এই ব্রহ্মা বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছেন তাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হচ্ছেন। পরিশ্রম করছেন তাই না। এই নলেজ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। কেউ যদি বাবাকে অবজ্ঞা করে তাহলে একদম পাথর হয়ে যায়। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে এটা হলো ইন্দ্রসভা। শিববাবা জ্ঞান বর্ষণ করছেন। ওঁনার অবজ্ঞা করলে তার পরিণতি কি তা শাস্ত্রে লেখা আছে 'পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে'। এইজন্য বাবা সবাইকে লিখতে থাকেন। খুব সাবধানতা অবলম্বন করে কাউকে এখানে নিয়ে আসবে। এমন নয় যে বিকারী অপবিত্র এখানে এসে বসবে। নাহলে তো, যে নিয়ে আসবে সেই ব্রাহ্মণীর উপরে দোষ পড়ে যাবে। যাকে-তাকে এখানে নিয়ে আসবে না। অনেক বড় রেসপন্সিবিলিটি। বাবা হলেন অনেক উঁচুর থেকেও উঁচু। তোমাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করছেন তাই তাঁর কতোই না রিগার্ড রাখা উচিত। অনেকেরই মিত্র-সম্বন্ধী স্মরণে আসে, বাবার কথা মনে আসে না। ভিতরে-ভিতরেই উদ্ভ্রান্ত হতে থাকে। বাবা বোঝাচ্ছেন - এটা হলো আসুরী দুনিয়া। এখন দৈবী দুনিয়া তৈরী হচ্ছে, আমাদের এইম্-অবজেক্ট হলো এই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। যা কিছু চিত্র আছে, সকলের বায়োগ্রাফীকে তোমরা জানো। সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। তোমরাও বুঝতে পারো যে - এ একটু বুদ্ধিমান। এ তো কিছুই বুঝতে পারে না। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে যারা যতটা জ্ঞান ধারণ করেছে, সেই অনুসারেই সার্ভিস করছে। মুখ্য কথাই হলো গীতার ভগবান। সূর্যবংশী দেবী-দেবতাদের এই একটাই শাস্ত্র। আলাদা-আলাদা নয়। এটা অত্যন্ত বোঝার বিষয়। এই জ্ঞান মার্গেও চলতে-চলতে যদি বিকারে পতন হয়ে যায়, তাহলে জ্ঞান বয়ে চলে যাবে। অনেক ভালো ভালো আত্মা গিয়ে বিকারী হয়ে গেছে তাই পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে। এতে অনেক বোধগম্যতা চাই। বাবা যাকিছু বোঝাচ্ছেন সেগুলিকে মন্থন করতে হবে। এখানে তো তোমাদের মনন-চিন্তন করা অনেক সহজ কারণ কোনও লৌকিক কার্য ব্যবহার, হাঙ্গামা ইত্যাদি নেই। বাইরে থাকলে জীবন জীবিকা ইত্যাদির কত চিন্তা থাকে। মায়া ভীষণ তুফানে নিয়ে আসে। এখানে তো একান্তে বসে আছো। বাবা তবুও বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করাতে থকেন। এই বাবাও (ব্রহ্মা) হলেন পুরুষার্থী। পুরুষার্থ করান বাবা। এতে বিচার সাগর মন্থন করতে হয়। এখানে তো বাবা বাচ্চাদের সাথে বসে আছেন। যে সম্পূর্ণরূপে সহযোগ দেয় তাকেই সার্ভিসেবল বলা হবে। আর যারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে তারা তো ক্ষতি করেই, তার সাথে ডিসসার্ভিস করতে থাকে, বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। এটা তো জানো - মহারাজা-মহারাণী হলে তাদের দাস-দাসীও চাই। সে-ও এখানেই আসবে। সবকিছুই পড়াশোনার উপরে নির্ভরশীল। এই শরীরকেও খুশী মনে ত্যাগ করতে হবে, দুঃখের কোনও কথা নেই। পুরুষার্থের জন্য টাইম তো পেয়েছো। জ্ঞান হলো সেকেণ্ডের ব্যাপার, বুদ্ধিতে আছে শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অল্প একটুও যদি জ্ঞান শোনে, শিববাবাকে স্মরণ করে তাহলে স্বর্গে আসতে পারবে। প্রজা তো অসংখ্য হবে। আমাদের রাজধানী সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী এখানেই স্থাপন হচ্ছে। বাবার বাচ্চা হওয়ার পর যদি বাবার নিন্দা করাতে থাকো তাহলে মাথর উপর অনেক পাপের বোঝা চড়বে। একদম রসাতলে চলে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন - যারা বসে নিজের পূজা করায় তারা নিজেদেরকে পূজ্য কিভাবে বলতে পারে! সকলের সদ্গতিদাতা, কল্যাণকারী তো হলেন এক বাবা। মানুষ তো শান্তির অর্থও বোঝে না। হঠযোগের দ্বারা প্রাণায়াম ইত্যাদি করা, একেই শান্তি মনে করে। সেখানেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়, কারো কারো ব্রেন খারাপ হয়ে যায়। প্রাপ্তি কিছুই হয় না। সেটা হলো অল্প সময়ের শান্তি। যেরকম সুখকে অল্পকালের কাক বিষ্ঠার সমান বলে থাকে সেইরকম শান্তিও হলো কাক বিষ্ঠার সমান। সেই শান্তি হলোই অল্প সময়ের জন্য। বাবা তো ২১ জন্মের জন্য তোমাদেরকে সুখ-শান্তি দুইই প্রদান করেন। কেউ তো শান্তিধামে শেষ সময় পর্যন্ত থেকে থাকবে। যার সেই পার্ট রয়েছে, সে এত সুখ থোড়াই দেখতে পাবে। সেখানেও তো নম্বরের ক্রমানুসারে পদ প্রাপ্ত হবে তাই না। যদিও দাস-দাসী হবে কিন্তু রাজমহলের অন্দরে থোড়াই প্রবেশ করতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণকেও দেখতে পাবে না। সকলেরই আলাদা আলাদা মহল হবে। দেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনও সময় থাকবে। যেরকম দেখো - পোপ আসেন তো তাকে দর্শন করার জন্য কতো লোক যায়। সেইরকম অনেক বের হবে, যাদের অনেক প্রভাব থাকবে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ যাবে দর্শন করার জন্য।

এখানে শিববাবার দর্শন কিভাবে হবে? এটা তো বোঝার বিষয়।

এখন দুনিয়ার মানুষ কিভাবে জানতে পারবে যে এটা হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ তীর্থ। দিলওয়ারার মতো টেম্পল হয়তো আশে পাশে অনেক থাকবে, সেগুলিকেও গিয়ে দেখতে হবে। কিভাবে নির্মিত হয়েছে। তাদেরকে জ্ঞান শোনানোরও দরকার নেই। তারাই উল্টে তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাতে লেগে যাবে। রায় দেবে - এটা করতে হবে, এটা করতে হবে। এটা তো জানেনা যে এদেরকে কে পড়াচ্ছেন। এক-একজনকে বোঝাতে পরিশ্রম লাগে। এই বিষয়ে কাহিনীও অনেক আছে। বলতো যে বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে....। তোমরাও বলো যে মৃত্যু এলো কি এলো, তো তারা বিশ্বাস করে না। মনে করে এখনও ৪০ হাজার বছর বাকি আছে, মৃত্যু কোথা থেকে আসবে। কিন্তু মৃত্যু তো অবশ্যই আসবে, সবাইকে নিয়ে যাবে। সেখানে কোনও নোংরা জিনিস থাকবে না। এখানকার গরু আর সেখানকার গরুর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকবে। শ্রীকৃষ্ণ থোড়াই গরু চড়াবেন। তাঁর কাছে তো দুধ হেলিকপ্টারে করে এসূ থাকবে। এই ডাস্টবিন দূরে কোথাও থাকবে। সামনে ঘরে থোড়াই নোংরা থাকবে। সেখানে তো হলো অপরম-অপার সুখ, যার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। কতো ভালো-ভালো বাচ্চা সেন্টারে আসে। বাবা দেখে খুব খুশী হন। নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে ফুল বেরিয়ে আসে। যে ফুল হয় সে নিজেকেও ফুল মনে করে। দিল্লীতেও বাচ্চারা দিন-রাত কতো সার্ভিস করতে থাকে। জ্ঞানও কতো শ্রেষ্ঠ। আগে তো কিছুই জানতো না। এখন কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবার কাছে তো সব সমাচার আসে। কারোর সমাচার বাবা শোনান আবার কারোর কথা বাবা শোনান না কেননা ট্রেটারও অনেক হয়। অনেক ফার্স্টক্লাস বাচ্চাও ট্রেটার হয়ে যায়। থার্ডক্লাসও ট্রেটার রয়েছে। অল্প জ্ঞান নিয়েই মনে করে আমি শিববাবারও বাবা হয়ে গেছি। পরিচয় তো জানে না যে নলেজ কে শোনাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বিশ্বের বাদশাহী প্রদানকারী বাবাকে অনেক-অনেক রিগার্ড করতে হবে। বাবার সার্ভিসে নিজের জীবন সফল করতে হবে, পড়াশোনার উপরে সম্পূর্ণ মনোসংযোগ করতে হবে।

২) বাবার থেকে যাকিছু জ্ঞান পেয়েছো, তার উপরে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কখনও বিঘ্ন রূপ হবে না। ডিস-সার্ভিস করবে না। অহংকার করবে না।

বরদানঃ- চার সাব্জেক্টেই বাবার মন-পছন্দের মার্ক্স প্রাপ্তকারী হৃদয় সিংহাসনাসীন ভব

যে বাচ্চারা চারটি সাব্জেক্টেই ভালো মার্ক্স প্রাপ্ত করে, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করে, তাদেরকেই পাশ উইথ অনার বলা হয়। মাঝে-মধ্যে মার্ক্স কমে যায়, পরে আবার মেকআপ করে নেবে, এমন নয়। কিন্তু সকল সাব্জেক্টে বাবার হৃদয় পছন্দই হৃদয় সিংহাসনাসীন হয়। তার সাথে-সাথে ব্রাহ্মণ সংসারে সকলের প্রিয়, সকলের সহযোগী, সকলের সম্মান প্রাপ্তকারী হৃদয় সিংহাসনাসীন তথা রাজ্য সিংহাসনাসীন হয়।

স্লোগানঃ- দিলরুবা হলো সে, যার হৃদয়ে সর্বদাই এই অনন্ত (অনহদ) গীত বাজতে থাকে যে - আমি বাবার, বাবা আমার।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;